গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
ঢাকা।

[ভ্যাট বিভাগ]

সাধারণ আদেশ নং-৬/মূসক/২০২৫

তারিখ: ৩১ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ।
১৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ।

বিষয়: বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পরবর্তীতে আগাম কর সমন্বয় ও স্থানীয় পর্যায়ে মূসক পরিশোধ পদ্ধতি।

মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) ও উপ-ধারা (৩ক) এবং মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ১৯ ও বিধি ১১৮ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড নিম্নরূপ আদেশ জারি করিল, যথা:

২। আগাম কর বিষয়ে আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান নিম্নরূপ:

উপ-ধারা (৩ক) এর ক্ষেত্র ব্যতীত প্রত্যেক নিবন্ধিত আমদানিকারক যিনি আগাম কর পরিশোধ করিয়াছেন তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংশ্লিষ্ট কর মেয়াদ বা তৎপরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদের মধ্যে মূসক দাখিলপত্রে পরিশোধিত আগাম করের সমপরিমাণ অর্থ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৩। আগাম কর বিষয়ে আইনের ধারা ৩১ এর উপধারা ৩ক এর বিধান নিম্নরূপ:

যেইক্ষেত্রে বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পর্যায়ে ৭.৫ (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশ আগাম কর পরিশোধ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের অধিক না হইলে আমদানি পরবর্তী প্রথম বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পদ্ধতিতে চালানপত্র জারি সাপেক্ষে, মূসক পরিশোধ করিতে হইবে না।

৪। **বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পরবর্তী প্রথম সরবরাহের মূসক নিরূপণ।—**

বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকালে ৭.৫% হারে আগাম কর পরিশোধের মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের স্থানীয় পর্যায়ে প্রথম সরবরাহের ওপর আরোপনীয় মূসক নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিরূপিত হইবে, যথা:

(ক) **আমদানিকালে পরিশোধিত ৭.৫% আগাম কর চূড়ান্ত হিসাবপূর্বক (Final Settlement) সরবরাহের ক্ষেত্রে-** আমদানি পর্যায়ে আগাম কর পরিশোধ করিবার পর কাস্টমস স্টেশন হইতে সংশ্লিষ্ট পণ্য ঘোষণাতে প্রদর্শিত ঠিকানা বা ব্যবসাস্থলে সংশ্লিষ্ট পণ্য আনয়নের পূর্বে বা পরে পরবর্তী প্রথম বিক্রয় বা সরবরাহের সময় (নিজস্ব মালিকানাধীন কিন্তু আলাদাভাবে নিবন্ধিত অন্য কোন ব্যবসাস্থল বা পণ্যাগারে স্থানান্তরসহ) মূল্য সংযোজনের হার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের অধিক না হইলে সংশ্লিষ্ট আমদানি পণ্য ঘোষণা নম্বর, তারিখ ও কাস্টমস স্টেশনের নাম, পণ্যের বিবরণ ও এইচ এস কোড উল্লেখ করিয়া মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ এর বিধি ৪০(গ) অনুযায়ী ফরম 'মূসক-৬.৩' এ কর চালানপত্র ইস্যু করা যাইবে। উক্ত মূসক চালানপত্রে এই মর্মে উল্লেখ (সীল/প্রিন্ট/হাতে লিখে) করিতে হইবে যে, **"আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩ক) অনুসারে আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধিত"**। এক্ষেত্রে তিনি আমদানিকালে পরিশোধিত মূসক রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন না এবং আগাম কর হ্রাসকারী সমন্বয় করিতে পারিবেন না। উল্লেখ্য, বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক প্রথম সরবরাহ যোগানদার হিসাবে বিবেচিত হইলে উক্ত সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।

উদাহরণস্বরূপ: কোনো বাণিজ্যিক আমদানিকারক বিদেশ হতে পণ্য ঘোষণার মাধ্যমে ১০০ কেজি পণ্য আমদানি করিলেন যার আমদানি পর্যায়ে মূসক আরোপযোগ্য ভিত্তি মূল্য ২০০ টাকা এবং ৭.৫% হারে পরিশোধিত আগাম কর এর পরিমাণ ১৫ টাকা। স্থানীয় সরবরাহের ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির সংযোজনের হার ৫০% এর অধিক না হওয়ায় আমদানিকালে পরিশোধিত আগাম করকে চূড়ান্ত হিসাবপূর্বক (Final Settlement) সরবরাহ করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। প্রথম তিনি একটি চালানের মাধ্যমে ২০ কেজি পণ্য সরবরাহ করিলেন যার মূল্য ৪০ টাকা এবং ৭.৫% হিসাবে আগাম কর এর পরিমাণ ৩ টাকা। এক্ষেত্রে তিনি কর চালানপত্র মূসক-৬.৩ এর কলাম ১০ এ মূসকের পরিমাণ ৩ টাকা উল্লেখ করিবেন এবং অন্যান্য কলাম স্বাভাবিক নিয়মে পূরণ করিয়া **আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (৩ক) অনুসারে আমদানিকালে আগাম কর পরিশোধিত** উল্লেখপূর্বক (সীল/প্রিন্ট/হাতে লিখে) মূসক চালানপত্র ইস্যু করিবেন।

এইভাবে কোনো পণ্য ঘোষণার মাধ্যমে আমদানিকৃত পণ্যের সরবরাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি সরবাহের বিপরীতে মূসক চালান ইস্যু করিতে হইবে। কিন্তু আমাদনিকৃত সমুদয় পণ্য একটি চালানের মাধ্যমে সরবরাহ করিলে উক্ত সরবরাহের সাথে জড়িত আমদানিকালে ৭.৫% হারে পরিশোধিত সমুদয় আগাম কর মূসক চালানপত্রের কলাম-১০ এ প্রদর্শন করিতে হইবে।

(খ) **স্থানীয় পর্যায়ে মুল্য সংযোজনের হার ৫০ শতাংশের অধিক হইলে-**

(অ) **আদর্শ হারে রেয়াতি পদ্ধতিতে সরবরাহের ক্ষেত্রে-** বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য পরবর্তী প্রথম সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় সংযোজনের হার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের অধিক হইলে এবং ধারা ১৫ এর বিধান মোতাবেক ১৫% হারে সরবরাহ করিলে আইনের ধারা ৪৬ এর শর্ত পূরণ সাপেক্ষে রেয়াতি পদ্ধতিতে মূসক পরিশোধ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে আমদানিকালে পরিশোধিত ১৫% মূসক রেয়াত গ্রহণ ও পরিশোধিত ৭.৫% আগাম কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(আ) **স্থানীয় পর্যায়ে হ্রাসকৃত হারে সরবরাহ-** বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানিকৃত পণ্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রথম সরবরাহ বা বিক্রয়ের সময় সংযোজনের হার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশের অধিক হইলে আইনের ৩য় তফসিলের অনুচ্ছেদ ৩ এর বিধান অনুযায়ী সমুদয় সরবরাহ মূল্যের উপর ব্যবসায়ী পর্যায়ে ৭.৫% হারে মূসক পরিশোধ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে আমদানিকালে পরিশোধিত ৭.৫% আগাম কর হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন তবে, আমদানিকালে পরিশোধিত ১৫% মূসক রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(গ) **প্রকৃত সংযোজনের ভিত্তিতে রেয়াতি পদ্ধতিতে সরবরাহের ক্ষেত্রে-** বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক আমদানি পরবর্তী প্রথম সরবরাহের সময় মূল্য সংযোজনের হার ৫০ (পঞ্চাশ) শতাংশ এর অধিক না হইলেও প্রকৃত সংযোজনের ভিত্তিতে আইনের ধারা ১৫ এবং ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) এবং বিধিমালার বিধি ২১ এর বিধান মোতাবেক এবং আইনের ধারা ৪৬ এর শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে রেয়াতি পদ্ধতিতে ১৫% হারে মূসক পরিশোধ করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে তিনি আমদানিকালে পরিশোধিত ১৫% মূসক রেয়াত গ্রহণ ও ৭.৫% আগাম কর সমন্বয় করিতে পারিবেন। এরুপ সরবরাহের ফলে জের সৃষ্টি হইলে পাওনা সাপেক্ষে ধারা ৬৮ ও ৬৯ এর বিধান মোতাবেক নির্ধারিত সময় ও পদ্ধতিতে ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঘ) **আমদানিকৃত পণ্য প্রথম সরবরাহে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হলে-** ব্যবসায়ী পর্যায়ে অব্যাহতিপ্রাপ্ত অর্থাৎ আমদানিকৃত পণ্য প্রথম সরবরাহের সময় মূসক অব্যাহতি থাকিলে আমদানিকালে পরিশোধিত ৭.৫% (সাত দশমিক পাঁচ) শতাংশ আগাম কর আমদানি পরবর্তী ছয়টি কর মেয়াদের মধ্যে দাখিলপত্রের মাধ্যমে হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ঋণাত্মক নীট প্রদেয় করের ক্ষেত্রে পাওনা সাপেক্ষে আইনের ধারা ৬৮ বা ৬৯ এর বিধান পরিপালন সাপেক্ষে ফেরত গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(ঙ) **আমদানির পর প্রথম সরবরাহ গ্রহণকারীর ক্ষেত্রে করণীয়-** আমদানির পর প্রথম সরবরাহ বা প্রথম বিক্রয়কারীর নিকট হইতে যিনি ক্রয় করিবেন, তিনি ব্যবসায়ী পর্যায়ে মূসক সংক্রান্ত সাধারণ বিধি-বিধান পরিপালন করিয়া বিক্রয় করিবেন। তিনি যদি ১৫ শতাংশ উৎপাদ কর পরিশোধ করিয়া বিক্রয় করেন এবং রেয়াত সংক্রান্ত আইনের ধারা ৪৬ ও অন্যান্য বিধি-বিধান পরিপালন করেন, তাহা হইলে তাহার ক্রয় চালানপত্রের (মূসক-৬.৩) কলাম (১০) এ উল্লিখিত মূসক এর পরিমাণ রেয়াত গ্রহণ করিতে পারিবেন। পরবর্তী ক্রেতার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী পর্যায়ের সাধারণ বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

৫। **মূসক আদায়, হিসাব রক্ষণ, ইত্যাদি।—**

(ক) বাণিজ্যিক আমদানিকারককে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাব সংরক্ষণ, কর চালানপত্র ইস্যু ও ক্রয়-বিক্রয়ের তথ্য দাখিলপত্রে প্রদর্শন করিতে হইবে-

(অ) **হিসাব সংরক্ষণ ও কর চালানপত্র ইস্যু-** বাণিজ্যিক আমদানিকারককে আমদানির তথ্য সমন্বিত ক্রয়-বিক্রয় হিসাব পুস্তক **'মূসক-৬.২.১'** এ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং প্রতিটি সরবরাহের বিপরীতে **'মূসক-৬.৩'** এ কর চালানপত্র ইস্যু করিয়া অথবা কেন্দ্রীয় নিবন্ধিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে **'মূসক-৬.৫'** এ পণ্য স্থানান্তর চালানপত্র ও **'মূসক-৬.৩'** এ কর চালানপত্র প্রদান করিয়া পণ্য সরবরাহ করিতে হইবে।

(আ) **আমদানি ও সরবরাহের তথ্য দাখিলপত্রে প্রদর্শন-** আগাম কর চূড়ান্ত হিসাবপূর্বক (Final Settlement) সরবরাহকারীর ক্ষেত্রে প্রতি কর মেয়াদের দাখিলপত্র 'মূসক-৯.১' এর অংশ-৩: উৎপাদ কর এর নোট-৮ এ সরবরাহের তথ্য এবং অংশ-৪: উপকরণ ক্রয় অংশের নোট ২২ এ আমদানির তথ্য এন্ট্রি করিতে হইবে। দাখিলপত্র (মূসক-৯.১) এর নোট-৮ এ সরবরাহের তথ্য এন্ট্রি করিবার ফলে ৭.৫% হারে যে পরিমাণ প্রদেয় কর প্রদর্শিত হইবে সেই পরিমাণ কর দাখিলপত্রের অংশ-৬: হ্রাসকারী সমন্বয় অংশের নোট-৩২ এ হ্রাসকারী সমন্বয় গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) **উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল সংক্রান্ত বিধান-** স্থানীয় পর্যায়ে সংযোজনের হার ৫০ শতাংশের অধিক না হইলে এবং আমদানিকালে পরিশোধিত ৭.৫% আগাম কর চূড়ান্ত (Final Settlement) বিবেচনা করিয়া সরবরাহের ক্ষেত্রে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা (মূসক-৪.৩) দাখিল করিতে হইবে না। এছাড়া অন্যান্য বাণিজ্যিক আমদানিকারককে আইনের ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (৫) ও মূসক বিধিমালার বিধি ২১ এর বিধান অনুযায়ী ফরম 'মূসক-৪.৩' তে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মকর্তার নিকট প্রকৃত সরবরাহ মূল্যের ভিত্তিতে উপকরণ-উৎপাদ সহগ ঘোষণা দাখিল করিতে হইবে।

(গ) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক প্রতি কর মেয়াদে নিরূপিত মূল্য সংযোজন কর ধনাত্মক প্রদেয় হওয়া সাপেক্ষে পরবর্তী মাসের ১৫ (পনের) তারিখের মধ্যে এ চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত অর্থনৈতিক কোডে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন এবং এ চালানের মূল কপিসহ প্রতি কর মেয়াদের দাখিলপত্র নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিবেন।

৬। ১ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ তারিখে জারিকৃত সাধারণ আদেশ নং-০৪/মূসক/২০২৫ এতদ্বারা রহিত করা হইল।

৭। এই আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

স্বাঃ/—
[মোঃ আজিজুর রহমান]
সদস্য (চলতি দায়িত্ব)
(মূসক নীতি)

প্রাপকঃ উপ-নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস
তেজগাঁও, ঢাকা।
[তাঁকে উল্লিখিত আদেশ এর ১০০ (একশত) গেজেট কপি মুদ্রণ ও মুদ্রিত কপি সরাসরি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডে সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো]

নথি নং- ০৮.০১.০০০০.০৬৮.১৬.০০১.২৫/ ২২৪ (২১) তারিখ: ১৫ জুলাই, ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুলিপিঃ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। সদস্য (মূসক নীতি/মূসক বাস্তবায়ন ও আইটি/মূসক নিরীক্ষা ও গোয়েন্দা), জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আগারগাঁও, ঢাকা।
২। প্রেসিডেন্ট, আপীলাত ট্রাইব্যুনাল, রাজস্ব ভবন, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩। মহাপরিচালক, কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম।
৪-১২। কমিশনার, শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট কমিশনারেট, ঢাকা(দক্ষিণ)/ ঢাকা(উত্তর)/ ঢাকা(পূর্ব)/ ঢাকা (পশ্চিম)/ চট্টগ্রাম/ কুমিল্লা/ যশোর/ রাজশাহী/ রংপুর/ খুলনা/ সিলেট/ বৃহৎ করদাতা ইউনিট -মূসক, ঢাকা।
১৩-১৪। কমিশনার,কাস্টম হাউস, ঢাকা/চট্টগ্রাম/মংলা/বেনাপোল/পানগাঁও/আই.সি.ডি, কমলাপুর ।
১৫-১৮। কমিশনার, শুল্ক, আবগারী ও ভ্যাট (আপীল), চট্টগ্রাম/ঢাকা-১/ ঢাকা-২/ খুলনা ।
১৯। মহা-পরিচালক, মূসক নিরীক্ষা, গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর, ১২৭ বড় মগবাজার, ঢাকা।
২০। মহা-পরিচালক, শুল্ক, রেয়াত ও প্রত্যর্পণ পরিদপ্তর (ডেডো), চিটাগাং সমিতি ভবন, তোপখানা রোড, ঢাকা।

২১। সিস্টেমস ম্যানেজার, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (পত্রটি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইটে আপলোড করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ)।

২২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ঢাকা (চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

(মোহাঃ মসিউর রহমান)
প্রথম সচিব (মূসক নীতি)